

মূল শব্দাবলীঃ
শোক
মৃত্যু/ চলে যাওয়া
সান্ত্বনা
ধৈর্য ধারণ করা



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

28 November 2025 / 7 Jamadilakhir 1447H

প্রিয়জন হারানোর বেদনার পথ পেরিয়ে সামনে এগিয়ে চলা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالْخُلُقِ
الْكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ.

প্রিয় যুমরাতুল মুমেনিন রাহিকামুল্লাহ,

আসুন, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করি। তাঁর সব আদেশ পালন করি এবং সব নিষেধাজ্ঞা থেকে নিজেকে বিরত থাকি। সৎকাজের আদেশ দিই এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকি। ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় থাকি এবং জুলুমকে প্রত্যাখ্যান করি। বিনয়কে গ্রহণ করি এবং অহংকারকে পরিত্যাগ করি। জ্ঞান অর্জন করি এবং অজ্ঞতা থেকে দূরে থাকি। বিপদে ধৈর্য ধরি এবং স্বচ্ছলতায় কৃতজ্ঞ থাকি। অন্যকে ক্ষমা করি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চতম পর্যায়ে একত্রিত করুন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

সম্মানিত সুধী,

মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা সুরা আনকাবুতের ৫৭ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন;

كُلُّ نَفْسٍ ذَايِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

অর্থঃ "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।"

সম্ভবত আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে এমন মানুষদের হারানোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, যাঁরা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার কাছে ফিরে গেছেন। এটাই সকল জীবের বাস্তবতা — প্রত্যেক প্রাণকেই তার শেষ মুহূর্তের মুখোমুখি হতে হবে। যারা আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাদের আমরা ভালোবাসতাম: ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরিবারের সদস্য, অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক এবং আলেম— হোক তাঁরা ছোট বা বড়।

যত সময়ই পেরিয়ে যাক না কেন, সত্য এই যে প্রিয় কাউকে হারানো স্বভাবতঃই এমন বেদনার্ত কঠিন এক ভারী অনুভূতি নিয়ে আসে যার মুখোমুখি হওয়া কঠিন— প্রিয় কাউকে হারানোর পরে দুঃখ, একাকীত্ব এবং শেষ পর্যন্ত শোক মানুষকে পর্যুদস্ত কওরে ফেলে। তাই শোককে সঠিকভাবে মোকাবেলা করা এবং তা উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। যদি শোকের মুখোমুখি হওয়ার বিষটিকে গুরুত্ব দেয়া না হয়, তবে তা আমাদের জীবন, চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত করে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে এবং এমন পথে নিয়ে যেতে পারে যা আমাদের সঠিক পথ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)) নিজেও গভীর শোকের সময় অতিক্রম করেছেন, বিশেষ করে নবুয়তের দশম বছরে। যখন মক্কার অনেকেই তাঁকে ইসলাম প্রচারের কারণে বিদ্রূপ করত, নির্যাতন করত এবং ক্ষতি করত— ঠিক সেই সময়ে তাঁর অভিভাবক ও রক্ষক, তাঁর চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে

সাথে নবীজির দাওয়াতের অন্যতম শক্তিশালী সহায়তার স্তম্ভটি হারিয়ে যায়। একই বছরে তাঁর প্রিয় স্ত্রী, সাইয়্যিদাতুনা খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) -ও ইন্তেকাল করেন।

এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রস্থান মানে ছিল—জীবনে প্রথমবারের মতো রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলে রক্ষকবিহীন, সর্বপ্রকার সহায়তাবিহীন, এবং সেই আপনজনবিহীন যাঁর কাছে তিনি সর্বদা সাহুনা পেতেন। পরপর এমন শোকাবহ ঘটনার ভার এতই গভীর ছিল যে সিরাতের ইতিহাসে এ বছরটি “দুঃখের বছর” নামে পরিচিত হয়ে যায়।

তাহলে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এত গভীর শোকের মুখোমুখি হয়ে কী করেছিলেন? যাঁদের তিনি সবচেয়ে ভালোবাসতেন, সেই দুইজনকে হারিয়ে তিনি কীভাবে নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন? সিরাতের বিবরণে আমরা পাই—প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত শোক মোকাবিলায় নবীজির প্রদর্শিত তিনটি দিকনির্দেশনামূলক নীতি:

প্রথমত: মৃত ব্যক্তির সৎকর্মগুলো স্মরণ করা

সাইয়্যিদাতুনা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন যে, যখনই নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) “খাদিজা” নামটি উল্লেখ করতেন, তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন। এতে আয়িশা (রাঃ) ঈর্ষান্বিত হয়ে বললেন, “আপনি তাঁকে এতবার স্মরণ করেন, অথচ আল্লাহ তো আপনাকে তাঁর চেয়েও উত্তম কাউকে দিয়েছেন।”

নবী করিম (সা.) জবাব দিলেন, “আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে দেননি। যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছিল, তখন তিনিই আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন; যখন মানুষ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন তিনিই আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। যখন অন্যরা আমাকে বঞ্চিত করেছিল, তখন তিনিই তাঁর ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছিলেন। এবং আল্লাহ আমাকে তাঁর মাধ্যমে সন্তান দান করেছেন, অন্য স্ত্রীদের মাধ্যমে যেগুলো আমাকে দেননি।” (আহমদ)

দেখুন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কীভাবে সাইয়িদাতুনা খাদিজা (রাঃ)—এর গুণাবলী মৃত্যুর পরও মনে করতেন ও প্রশংসা করতেন। তিনি তাঁর অবদানগুলো স্মরণ করতেন এবং তাঁর উত্তম গুণাবলি বর্ণনা করতেন।

একইভাবে, আমাদেরও উচিত প্রিয়জনদের মৃত্যুর পর তাঁদের সৎকর্ম ও ভালো দিকগুলো স্মরণ করা। যখন আমরা কাউকে হারাই, যাঁকে আমরা ভালোবাসি, তখন তাঁর দয়া, ভালোবাসা, সেবা এবং রেখে যাওয়া সৎকর্মগুলো স্মরণ করি—তা ছোট হোক বা স্বল্প সময়ের হোক। নিঃসন্দেহে, এভাবে স্মরণ করা হৃদয়ে কিছুটা স্বস্তি আনে এবং শোকের ভার কিছুটা লঘু করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত: মৃত্যুর ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বুঝতেন যে মৃত্যু কেবল এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে আরেকটি জগতে যাওয়ার একটি রূপান্তর মাত্র। মুসলমানদের জন্য এটাই জীবন—বাস্তবতা। আমাদের অস্তিত্ব শুধু দুনিয়ার সময়সীমায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের মধ্যেও অব্যাহত থাকে।

সাইয়িদাতুনা খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইন্তেকাল করার পর নবী করিম (সা.) প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন এই নিশ্চয়তায় যে তিনি আল্লাহর রহমতের অধীনে আছেন এবং আরও উত্তম স্থানে অবস্থান করছেন। তাঁদের বিচ্ছেদ ছিল সাময়িক, আর পুনর্মিলন অপেক্ষা করছে জান্নাতে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিল।

একইভাবে, মৃত্যুকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে পারা শোকের সময়ে আমাদের হৃদয়কে স্থির করতে সাহায্য করে। আমাদের প্রিয়জনেরা চিরতরে হারিয়ে যাননি; তাঁরা কেবল আরও স্থায়ী এক আবাসে গমন করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরাও তাঁদের অনুসরণ করব এবং আখিরাতে আবার তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব—আল্লাহর ভালোবাসা ও রহমতের ছায়ায়।

তৃতীয়ত: ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তির জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

শোক ও দুঃখের সময়ে আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তায়ালা দিকেই ফিরে যান। তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, তাঁর কাছেই সাহায্য চান। কারণ পরীক্ষার মুহূর্তে ধৈর্য, তা বুঝে নেওয়ার জ্ঞান এবং তা সহ্য করার শক্তি—সবই আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা’আলাই দান করেন। আল্লাহর স্মরণ, দোয়া এবং তাঁর ওপর সম্পূর্ণ ভরসার মাধ্যমে এমন কোনো আহত হৃদয় নেই যা আরোগ্য লাভ করতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তালাকে স্মরণে আছে প্রশান্তি, আর তাঁর উপর নির্ভরতায় আছে দৃঢ়তা।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করেন:

“আমি আমার সেই মুমিন বান্দার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান রাখি না—যার প্রিয়জনকে আমি এই দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নিই, আর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং আমার পুরস্কারের আশা রাখে।”

(বুখারি)

এই হাদিস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ক্ষতির মুখে ধৈর্য ধারণ করা শুধু আবেগ নিয়ন্ত্রণের নাম নয়; বরং এটি এমন একটি পথ যা আমাদের আল্লাহর আরও নিকটে নিয়ে যায় এবং তাঁর জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। অতএব, শোকের মুহূর্তে আমরা ধৈর্যকে আঁকড়ে ধরি—সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে যে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর আরো কাছে পৌঁছাই এবং আখিরাতে তাঁর নিত্যস্থায়ী পুরস্কার অর্জন করি।

প্রিয় ভাইয়েরা,

শুক্রবারের দুই খুতবার মাঝে যখন খতিব বসে থাকেন—এ সময়টি দোয়া করার সর্বোত্তম মুহূর্তগুলোর একটি। অতএব, আসুন আমরা এই সময়টিকে কাজে লাগাই আমাদের সেই প্রিয়জনদের জন্য আন্তরিক দোয়া করতে, যাঁরা আর আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তায়ালা যেন আমাদের সকল নেক

ও আন্তরিক দোয়া কবুল করেন এবং আখিরাতের শ্রেষ্ঠ আবাসে আমাদের সব প্রিয়জনদের সাথে আমাদের পুনর্মিলিত করেন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْغَزِيرِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقُرَآةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنْ مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمَحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنِ بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعِفِينَ فِي عَرَّةٍ وَفِي فَلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السَّلَامَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ

لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.